দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ১ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

2

গতকালের সংসদ

দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ করুন : কামরুজ্জামান

॥ সংসদ রিপোর্টার ॥

রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর সংসদে বিতর্ক গতকাল বুধবার অব্যাহত থাকে। গতকালের বিতর্কে সরকারী ও বিরোধী দলের ৬জন সদস্য অংশ নেন।

ধন্যবাদ প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার রাবিয়া ভুঁইয়া, জাতীয় পার্টির হাসনা বানু শিরিন ও এ, কে, এম শামসুল হুদা এবং জাসদ (রব) এর পাঞ্জাব আলী বিশ্বাস। প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন আওয়ামী লীগের কামরুজ্জামান ও ফেরদৌস জামান মুকুল।

জনাব এ, কে, এম শামসুল হুদা তার ভাষণের এক পর্যায়ে রাজধানীর বাইরে হাই কোর্টের অধিবেশন অনুষ্ঠান সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। তিনি সংসদে মুসলিম লীগ সংসদীয় গ্রুপের নেতা আইনউদ্দীনের ভাষণের উল্লেখ করে বলেন, "আইনের লোক হয়েও আইনউদ্দীন আইনের অপব্যাখ্যা করেছেন।" তিনি বলেন যে, রাজধানীর বাইরে হাইকোর্টের অধিবেশন সংবিধান পরিপন্থী নয়।

জনাব হুদার এই বক্তব্য সংসদে কিছুক্ষণের জন্য বিতর্কের সূচনা করে। জনাব আইনউদ্দীন উল্লিখিত মন্তব্যের জবাবে স্পীকারের অনুমতি নিয়ে বলেন যে,

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

গতকালের সংসদ

(১ম পাতার পর)

সংবিধানে দেশের যে কোন স্থানে সময় সময় হাইকোর্টের অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে, কিন্তু স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের কথা নেই।

আওয়ামী লীগের এডভোকেট সিরাজুল ইসলামও বলেন, সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ রাজধানীতে থাকবে।

উপ-প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ বলেন, সংবিধান যদি লংঘিত হয়, তাহলে সে বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টই ব্যবস্থা নিতে পারেন, সংসদ নয়।

এনএপি'র সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ধন্যবাদ প্রস্তাবের সময় এধরনের বিতর্ক বিধিসম্মত নয় বলে মত-প্রকাশ করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণের প্রস্তাব করেন।

সংসদ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী বিতর্কের সমাপ্তি ঘটিয়ে বলেন, সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং এনিয়ে আলোচনা সংসদে হতে পারে না। এর জন্য অন্য জায়গা রয়েছে।

ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সময় জনাব কামরুজ্জামান দেশের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণের দাবী জানান। তিনি অভিযোগ করেন যে, যশোরের বাদশা ফয়সল স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ রয়েছে, এর ফলে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সার্বভৌমত্ব লংঘিত হচ্ছে।